মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd September, 2021

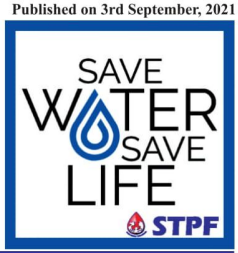

September, 2021 Volume-VII, Issue-VII | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

বীরাঙ্গনাকে নজিরবিহীন সম্মান

জ্যোৎস্না শী ও শংকর শী-কে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সংগঠনের সহসভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ এবং সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভারতমাতার বন্দনা-ভারতের মায়েদের ভারতমাতার বরণ-দুঃসাহসিক লড়াকু বীরাঙ্গনাকে বরণ-মায়েদের শাড়ি প্রদান-থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার কুপন প্রদান-স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অনুষ্ঠানের নৈবেদ্য ঠিক এইভাবেই সাজানো হয়েছিল। শিল্পী আবীর মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে শুরু হল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি প্রথামাফিক বরণ করে নিলেন ভারতমাতাকে। সঙ্গে ছিল ঢাক, কাঁসর ও উলুধ্বনি। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান যে কত পবিত্র পরিবেশ তৈরি করতে পারে তার জাজ্জ্বল্য উদাহরণ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ভারতমাতাকে বরণের পরে ভারতের মায়েদের একে একে মঞ্চে ডেকে নেওয়া হল। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রান্তিক মায়েদের মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করার উদাহরণ খুব কমই আছে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানই একটি বিশেষত্ব বহন করে। এবারও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। প্রত্যেককে প্রথামাফিক বরণ করলেন ভারতমাতা। প্রত্যেক মায়েদের হাতে তুলে দেওয়া হল শাড়ি সঙ্গে মেডেল ও উত্তরীয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল কুলতলির প্রত্যন্ত গ্রামে সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে লড়াই করে স্বামীকে বাঁচিয়েছেন যে বীরাঙ্গনা জ্যোৎস্না শী, তাঁকে বরণ করে নেওয়া। অমূল্য জীবন ফিরে পেয়েছেন তাঁর স্বামী শঙ্কর শী। তাঁকেও আমরা বরণ করে নিয়েছি। একবার সেই গল্পটা জ্যোৎস্না শী'র মুখ থেকে শুনে নেওয়া যাক। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলির প্রত্যন্ত গ্রাম গুরুগুরিয়া ভুবনেশ্বরী। সুন্দরবনের লাগোয়া। গোটা গ্রাম জুড়েই প্রান্তিক মানুষের বাস। শঙ্কর শী তাদেরই একজন। প্রকৃতির দেওয়া বন এবং নদীকে কেন্দ্র করেই তাদের দৈনন্দিন আর্থিক আবহ চক্রাকারে ঘুরে চলেছে। ২ এপ্রিল সকালে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে সুন্দরবনের ২০ নং জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া মাতলা নদীর খাড়িতে কাঁকড়া ধরার পরিকল্পনা করে সস্ত্রীক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন শঙ্কর শী। কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার পরিকল্পনার শুরু থেকেই জ্যোৎস্না শী বিপদের একটা আঁচ পেয়েছিলেন। অর্থের সংস্থানে স্বামীর সঙ্গে সুন্দরবনের ভেতরে নদীতে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার বিরুদ্ধে মানসিক সায় দিতে পারেন নি তিনি। কাঁকড়া ধরাতে যখন মশগুল শঙ্কর বাবু তখন তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না শী তাঁকে বার বার করে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে থাকেন। বাড়ি ফিরে না গিয়ে বনের আরও গভীরে ঢুকলেন শঙ্কর বাবু। বার বার সহধর্মিনীর বারণে অগত্যা বাড়ির ফেরার পথ ধরলেন দু'জনে। সামনে জ্যোৎস্না শী, পেছনে শঙ্কর শী। কাঁকড়া ধরতে আসা ইস্তক বাঘ শঙ্কর বাবুকেই নিশানা করেছিলেন। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নিশানা ব্যর্থ হয় না। হঠাৎই শঙ্কর বাবুর ঘাড়ে লাফ দিয়ে কামড়ে ধরে রয়েল বেঙ্গল।

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে দেশ

দুর্বৃত্তায়ন রোধে

নয়াদিল্লি-রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন রুখতে দুটি পৃথক নির্দেশিকা জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচনে প্রার্থীদের অপরাধমূলক তথ্য জানাতে হবে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে। হাইকোর্টের অনুমতি ছাড়া অপরাধমূলক মামলা প্রত্যাহার করা যাবে না।

বিমা বিল পাশ

নয়াদিল্লি-বিরোধীদের দাবি অগ্রাহ্য করে রাজ্যসভায় বিমা বেসর কারীকরণ বিল পাশ করাল কেন্দ্রীয় সরকার। সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থায় সরকারের হাতে ৫১ শতাংশ মালিকানা আর থাকছে না।

দেখে স্বীকৃতি

নয়াদিল্লি- আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের সব দিক দেখার পরেই ভারত স্বীকৃতি দেবে এবং সম্পর্ক রাখার বিষয়টা স্থির হবে। এরকমই ইঙ্গিত দিয়েছে দিল্লি।

মাদুর বুনে পুরস্কার

নয়াদিল্লি-মাদুর বুনে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন সবং গ্রামের দুই গৃহবধূ। সংসারের কাজ করেই তাঁরা মাদুর কেনেন। গৌরী জানাও গৌরী দাস এই পুরস্কার পাচ্ছেন।

সম্পদ বিক্রি

নয়াদিল্লি-'অ্যাসেট মনিটাইজেশন' প্রকল্পে দেশের কিছু সম্পদকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রিয় সরকার। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিরোধীরা।

এক পলকে রাজ্য

জল খিদিরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি-নাসার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছে, আগামী ৮০ বছরে ভারতের উপকূলবর্তী ১২টি শহর ২.৭ মিটার জলের তলায় চলে যেতে পারে। এই তালিকায় রয়েছে কলকাতার খিদিরপুর।

জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবার থেকে যত্রতত্র প্রস্রাব করলে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে। সম্প্রতি পুরসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শহরব্যাপী বিষয়টি নিয়ে প্রচারও শুরু হয়ে গেছে।

গ্রেপ্তার প্রাক্তনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি-কয়েক কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগে ২২ আগস্ট গ্রেপ্তার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

নতুন পদ

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যে চিকিৎসকের ঘাটতি মেটাতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নার্সদের নিয়ে 'প্র্যাকটিশনার সিস্টার' নামে নতুন পদ সৃষ্টি করল রাজ্য সরকার।

প্রয়াত তবলা শিল্পী

নিজস্ব প্রতিনিধি-মাত্র ৫৪ বছর বয়সে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ২৫ আগস্ট মারা গেলেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাপের কামড়ের মৃত্যুতে ভারত শীর্ষে—প্রতিকারের উপায়

কিশোরকুমার বিশ্বাস

কিছুদিন আগের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিক্যাল রিসার্চ, ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট ফর রিসার্চ ইন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এবং মহারাষ্ট্রের পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এই তিন বিখ্যাত সংস্থার যৌথ গবেষণায় পাওয়া তথ্যে জানা গেছে ভারতের বিপুল মানুষ সাপের কামড়ে মারা যায়। দেখা গেছে গত ২০০০ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ মারা গেছে এই দেশে। তাই গড় হিসাবে প্রতি বছর সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় প্রায় ৫৮ হাজার মানুষের।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু'-এর এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে বছরে ৫৪ লক্ষ মানুষ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়। তবে মৃত্যুর পরিমাণ বছরে ১৮ থেকে ২৭ লক্ষ সাপের বিষের কবলে পড়ে। এর মধ্যে সকলেই মারা না গেলেও কামড়ের পর তারা ভবিষ্যতে মারাত্মক শারীরিক ক্ষতির শিকার হয়।

মৃত্যু ছাড়া আর কী ক্ষতি হয়ঃ

সাপের কামড়ে মৃত্যু না হলেও দীর্ঘস্থায়ীভাবে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। এর মধ্যে শরীরে বিকৃতি আসতে পারে অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত হয়। ফলে কাজ করার ক্ষমতা, এমনকী চলাচলের ক্ষমতাও একেবারে কমে যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রে দেরীতে চিকিৎসার ফলে দেহের অঙ্গহানি করতে হতে পারে আক্রান্তকে বাঁচাবার জন্য। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা একটা সাধারণ ক্ষতি সাপের বিষ দেহে ঢুকলে। এছাড়া নার্ভ-এর দুর্বলতা এবং মানসিক বিকৃতি এসে যাওয়াও খুব সাধারণ একটা পরিণতি। তাই কেবল মৃত্যুই নয় এই জীবন যন্ত্রণা অনেক সময় বিষধর সাপের কামড়ে মানুষের চরম ক্ষতি হতে পারে।

সাপে কামড়ে মৃত্যুর প্রায় অর্ধেকই ভারতেঃ

কোন কোন অংশের মানুষ সাপের কামড়ের মধ্যে বেশি করে পড়তে পারে? প্রথমেই আসবে কৃষক শ্রেণী। জমিতে চাষের সময় বা ক্ষেত দিয়ে সাপের কামড়ানোর পর কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, চিকিৎসার জন্য কী কী করতে হতে পারে সেটার সিদ্ধান্ত নিতে না পার তা দেরী হওয়া মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এছাড়া চিকিৎসকের অপ্রতুলতা বা কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকাও বেশি বিপদ ঘটায়। এছাড়া আমাদের দেশে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে এই ব্যাপারে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক বহু ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। তারও আগে একটা বিষয় হল সাপের কামড় থেকে রক্ষা করার জন্য যা যা করণীয় তা না করার কারণে বিপদ কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয়। প্রতিবেদক একাধিকবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিকিৎসকদের বক্তৃতায় জেনেছে যে দুই চব্বিশ পরগণা সহ গ্রামাঞ্চলে যেখানে মশারির ব্যবহার বেশি সেখানে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা কম।

এরপর ২-এর পাতায়

এখানে - ওখানে

স্বাধীনতা দিবসের ঠাসা কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি-দিনেতে জমাজমাট এক প্রস্থ অনুষ্ঠান হল স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে সংগঠনের অডি টোরিয়ামে। বীরাঙ্গনা জ্যোৎস্না শী-কে এবং তাঁর কর্তা শঙ্কর শী-কে সংবর্ধনা। ভারতমাতার মায়েদের শাড়ি প্রদান।

শিল্পী আবীর চ্যাটার্জির কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান, সর্বোপরি জাতীয় পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি। সকালের পর্ব শেষ করেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের টিম রওনা দিল ক্লাব সংগঠনের দরবারে।

প্রতিটি ক্লাব সংগঠনের অনুষ্ঠানে ভারতমাতাদের শাড়ি সঙ্গে মাস্ক ও স্যানিটাইজার প্রদান করা এবং সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক কর্মসূচী রাখা হয়েছিল। প্রথম গন্তব্য মানিকতলায় ২৭ নং ওয়ার্ড সিটিজেন ফোরামে পৌঁছয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। সেখানে সংগঠনের কর্মকর্তারা ভারতমাতার মায়েদের হাতে শাড়ি তুলে দেন। আনুষ্ঠানিক বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং সিটিজেন ফোরামের কর্মকর্তারা। সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর এবার শীল লেন মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির মঞ্চে। এখানেও একই অনুষ্ঠান পর্ব সেরে বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরি এবং রিডিং ক্লাব, পরবর্তীতে পিকনিক গার্ডেনের সুনীল নগর সার্বজনীনের মঞ্চে। এরপরে একডালিয়াতে লেক ইয়ুথ কর্ণার, বালিগঞ্জ নূতন আলোকে এবং এদিনের শেষ অনুষ্ঠানটি হয় বাঘাযতীনে বিবেকানন্দ মিলন সংঘে। রাত ৯ টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

স্বাধীনতা দিবসের সমগ্র অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল দশ দিন আগে থেকে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি দল পূর্বে উল্লেখিত এই ক্লাব সংগঠনের প্রতিটি জায়গায় গিয়ে তাঁদের ফ্লেক্স, ব্যানার, লিফলেট দিয়ে অনুষ্ঠানের বিষয়ে সবকিছু অবহিত করেন। পরবর্তীতে প্রতিটি ক্লাব সংগঠনের সঙ্গে প্রতিদিন যোগাযোগ করে প্রস্তুতির বিষয়টি জেনে নেওয়া হয়।

স্বাধীনতা দিবসে সেরাম অডি টোরিয়ামের অনুষ্ঠানে ওয়াটার্স ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের হাতে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, অক্সিজেন মাস্ক, পিপিই কিট, অক্সিমিটার প্রভৃতি তুলে দেওয়া হয়। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে যে দুটি সেফ হোম চলছে, সেখানে এসব জিনিস কাজে লাগানো হবে বলে জানান সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

খুঁটি পুজো ও রাখী বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি-পাতিপুকুর সরকারি আবাসন শারদোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে ২২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল খুঁটি পুজো, রক্তদান উৎসব এবং রাখী বন্ধন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এদিন আবাসনের সমস্ত মানুষ জড়ো

হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে রক্তদান উৎসবকে কেন্দ্র করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মলয় মুখার্জি ও অভিজিৎ বোস সহ আরও অনেকে।

সংবেদনের রাখী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি-জগৎ মুখার্জি পার্কে ২১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল রাখী বন্ধন উৎসব। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল

সংবেদন। সংগঠনের পক্ষ থেকে এলাকার সমস্ত মানুষকে রাখী পরিয়ে মিলন উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

সর্বোদয়ের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-দমদমের সর্বোদয় সম্মেলনীর উদ্যোগে ২২ আগস্ট রাখী বন্ধনের দিন অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। উৎসবের শুরুতে

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অর্ঘ্য রায়, রোহন রায় সহ আরও অনেকে।

সৃষ্টির স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-গৌরী বাড়ি সৃষ্টির পরিকল্পনায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন

ফেডারেশনের উদ্যোগে ২২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য শিবির। এই শিবিরে উপস্থিত সমস্ত মানুষের বি এম ডি, ইসিজি, ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংগঠনের কার্যকরী সম্পাদক মৃণাল চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

বীরাঙ্গনাকে নজিরবিহীন সম্মান

প্রথম পাতার পর

বাঘ শঙ্কর বাবুর ঘাড়ে, জ্যোৎস্না শী বাঘের ঘাড়ে। প্রায় দু'ঘন্টা লড়াইয়ের পর রণে ভঙ্গ দেয় রয়েল বেঙ্গল। মারাত্মক আহত অবস্থায় স্বামীকে বনপথ ধরে নদীর পাড়ে নিয়ে এসে নৌকো চালিয়ে গন্তব্যে ফেরেন জ্যোৎস্না শী। দীর্ঘ তিন মাস চিকিৎসায় সাড়া দেন শঙ্কর বাবু। সেই পুনর্জন্ম নেওয়া শঙ্কর শী-কে সঙ্গে নিয়ে এসে জ্যোৎস্না শী সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে। তাঁর সেই হাড় হিম করা লড়াইয়ের গল্প শুনে হতবাক সব শ্রোতারা। অনুষ্ঠানের মঞ্চে সম্বর্ধনা পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন জ্যোৎস্না শী ও তাঁর স্বামী। চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে জল সেই বিভীষিকাময় দিনের কথা স্মরণ করে।

সাহায্য-র রক্তদান কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার সাহায্য-র উদ্যোগে ১৪ আগস্ট রক্তদান কর্মসূচী

পালিত হল। এর রক্তদান কর্মসূচীর শুরুতে প্রথামাফিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কর্মকর্তারা এবং আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

বিবেকানন্দ মিশনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ আগস্ট বিবেকানন্দ মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক রক্তদান কর্মসূচী। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন মিশনের কর্মকর্তাগণ। এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

অবৈতনিক চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডরেশন ভূপেন বোস এভিনিউতে সংগঠনের

অডিটোরিয়ামে ১২ আগস্ট এক অবৈতনিক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত করে। এই শিবিরে আগত মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এই সংগঠনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য এবং প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য।

সাপের কামড়ে মৃত্যুতে ভারত শীর্ষে—প্রতিকারের উপায়

প্রথম পাতার পর

এই একটা কারণেই সাপের কামড়ে ক্ষতি হওয়া ৮০% কমানো যেতে পারে বলে অনেক চিকিৎসক মনে করেন।

সর্বভারতীয় সংবাদপত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক রিপোর্টে (৮ই আগস্ট, ২০২১)-এর জানা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রের পানঘর জেলায় দাহানু (Dahanu) ব্লকের এক অভিজ্ঞতার কথা। ওখানে মূলত উপজাতীর লোকেদের বাস। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের এবং ICMR এবং অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনের সহায়তায় সাপের কামড়ের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ভাল কাজ হয়েছিল। ঐ ব্লকে বিষধর সাপের কামড়ে ২০১৪ সালে মৃত্যুর হার ছিল ৪.৪%। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ২০১৭ সালে সেই হার নেমে আসে ০.৪% শতাংশে। সাপের ব্যাপারে বহু কুসংস্কার এবং টোটকা চিকিৎসা কিন্তু ভারতে খুব বেশি। এই কারণেও কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা বেশি।

যা প্রয়োজন ঃ

সব সরকারের এই বিষয়ে বিশেষ সংস্থা তৈরি করতে হবে। তাদের কাজ হবে সচেতনতা বাড়ানো এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এমনভাবে যাতে করে দেশে প্রায় সমস্ত মানুষ হাতের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পায়। ক্ষেতে সাপের কামড়ে খাওয়ার প্রবণতা এমনিতেই বেশি। কারণ ক্ষেতে বেশি সাপ থাকে। আলের গর্তে থাকতে পারে। কারণ মাঠে সাপের খাদ্য ব্যাঙ, ইঁদুর, মাছ থেকে শুরু করে অন্য খাদ্যবস্তু সাপ পেয়ে যায়। তাছাড়া মাঠে প্রয়োজন ছাড়া মানুষ যাতায়াত করে না। তাই সাপ নিশ্চিন্তে বাস করতে পারে সেখানে। এছাড়া কৃষি শ্রমিক বা অন্যান্য কাজে নিযুক্ত শ্রমিক অনেক সময়েই তাদের কাজের প্রকৃতির কারণেই সাপের সম্মুখীন হয়। উপজাতির লোকেদের মধ্যে সাপে কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। এর সঙ্গে আছে migrant শ্রমিক বা মানুষ যারা নতুন জায়গায় না বুঝে সাপের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

তবে গবেষণায় দেখা গেছে সাপের কামড়ে মৃত্যুর একটা বড় কারণ হল শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব। একবিংশ শতাব্দীতেও শিক্ষিত মানুষেরা সাপের কামড় খাওয়া মানুষকে সারিয়ে তোলার জন্য প্রথমেই ওঝা বদ্দির খবর নেয়। এই অভাবের কারণেই কিন্তু সাপের কামড় খাওয়া বা কামড়ের পর সঠিক ব্যবস্থার জন্য বেশি ক্ষতি হয়।

JR
JYOTEE
BASMATI RICE

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT

13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

বাঁচার জন্য কাবুলবাসীদের আপ্রাণ চেষ্টা

তালিবানি শাসনে অতিষ্ঠ মানুষ দেশ ছাড়ার জন্য ভিড় করেছেন কাবুল বিমানবন্দরে দাড়িয়ে থাকা আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিমানের সামনে

বিপদে মেয়র

কাবুল-আফগানিস্তানের প্রথম কনিষ্ঠ-মহিলা মেয়র জারিফা এখন আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর ধারণা, 'যে কোনও সময় তালিবানরা এসে তাঁকে খুন করবে।' একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জারিফা বলেছেন, 'গনি সরকারের বহু শীর্ষ আধিকারিকরা পালিয়েছেন। কিন্তু আমার যাওয়ার জায়গা নেই। পরিবারের সঙ্গে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

নাতাশার চমক

ওয়াশিংটন-পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। বয়স ১১। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাতাশা পেরি। এত অল্প বয়সেই বিশ্বের অন্যতম মেধাবী ছাত্রীর খেতাব তাঁর হাতের মুঠোয়। আমেরিকার নিউজার্সির থেলমাএল স্যান্ডমায়ার এলিমেন্টারি স্কুলের ছাত্রী। তাঁর স্কোলস্টিক অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট (স্যাট) এবং আমেরিকান কলেজ টেস্টিং (এসিটি) পরীক্ষার ফল সকলকে অবাক করে দিয়েছে।

বিস্ফোরণে কাঁপল কাবুল

কাবুল-কাবুল বিমানবন্দরের কাছে ২৬ আগস্ট পরপর দুটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণে শিশু সহ অন্তত ৬০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ১২ জন আমেরিকান সেনা। জখমের সংখ্যা ১৫০-র বেশি। বিস্ফোরণের জেরে রাস্তায় যত্রতত্র পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। বিমানবন্দরের বাইরের পরিখায় ভাসছে অসংখ্য লাশ। গভীর রাতে আরও কয়েকটি বিস্ফোরণ হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। প্রথম বিস্ফোরণই হয়েছে বিমানবন্দরের 'অ্যাবি গেটের' কাছে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি হয়েছে বিমানবন্দরের খুব কাছে ব্যারণ হোটেলের সামনে।

সাগরপারের টুকিটাকি

ইউরোপের গরম

রোম-১৯৭৭ সালে গ্রীষ্মকালে এথেন্সের তাপমাত্রা হয়েছিল ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এতদিন সেটাই ছিল ইউরোপে কোন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। ৪৪ বছর পরে সেই রেকর্ড ভেঙ্গেছে। চলতি বছরে তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড গড়েছে ইউরোপ। ১২ আগস্ট ইটালির সিসিলির তাপমাত্রা ছিল ৪৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহবিদরা বলছেন, ভবিষ্যতে ইউরোপের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে। জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনকেই এর জন্য দায়ি করছেন আবহবিদরা। এবার যুক্ত হল ইটালি, স্পেন এবং পর্তুগালের নাম।

নতুন খবর

লাহোর-লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি আয়েশা মালিক নতুন ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে পাকিস্তানে। পাক সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি গুলজার আহমেদ সম্প্রতি আয়েশার নাম সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছেন। এর আগে কোনও মহিলা পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন নি। হার্ভাড ল'স্কুলের ছাত্রী আয়েশা ২০১২ সাল থেকে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন।

মার্কিন তেরঙ্গা

ওয়াশিংটন-এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমেরিকার 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' এবং নিউ ইর্য়ক সিটির আরও দুটি বিখ্যাত ভবনকে ভারতের জাতীয় পতাকার রঙে সাজানো হল। সাউথ এশিয়ান এনগেজমেন্ট ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই আয়োজন করা হয়েছিল।

চিনের ভরসা

বেজিং-প্রায় ২৫ বছর আগে যখন তালিবানরা প্রথম আফগানিস্তান দখল করে সেই সময় চিন তা সমর্থন করেনি। সেই সময় দূতাবাসও বন্ধ করে দিয়েছিল চিন। এবার চিনের সুর ভিন্ন। তালিবানদের এবার সমর্থন করেছে তাঁরা। চিনের এই মত পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থ। ভারত-আমেরিকার কবল থেকে আফগানিস্তানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চিনের এই ভোল বদল মনে করছে কূটনৈতিক মহল। আমেরিকার সেনা আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার ফলে চিনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। রাশিয়াও তালিবানদের সমর্থন জানিয়েছে। তালিবানদের শত্রু হিসেবে দেখছে না রাশিয়া।

পাক সুমতি

লাহোর-পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান জেলায় চরমপন্থীদের হামলায় ভেঙে যাওয়া মন্দিরটিকে মেরামত করে ফের পুজোর জন্য স্থানীয় হিন্দুদের হাতে তুলে দিল স্থানীয় প্রশাসন। ওই মন্দিরের হামলার পরেই পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করে। পাকিস্তানের সরকারের কাছে কড়া প্রতিক্রিয়াও জানায় ভারত। দু'তরফের চাপের মুখে সক্রিয় হয় পাকিস্তান সরকার। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আশ্বাস দেন, দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে।

জুন্টাকে সাহায্য

ইয়াঙ্গান-মায়ানমারের সামরিক সরকারকে প্রচুর পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করল চিন। বিষয়টি নিয়ে মউও সই হয়েছে। অর্থের পরিমাণ ৬০ লক্ষ ডলার। মোট ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পে এই টাকা ব্যয় হবে। জুন্টা সরকারের অ্যাকাউন্টে এই টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো হল কৃষি, বিজ্ঞান, পর্যটন ইত্যাদি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পেছনে সম্পূর্ণরূপে চিনের হাত রয়েছে বলে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু

কাবুল-কাবুল বিমানবন্দরে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ব্যাপক মানুষের ভিড়। বিমান ধরার তাড়াতাড়িতে ২২ আগস্ট পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৭ জন আফগানির। এছাড়া গত কয়েকদিনে বিমানবন্দরে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ অ্যানিমিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। আমার মাকে সম্প্রতি রক্ত দিতে হয়েছে।

শিখা দত্ত, বালি

উঃ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশে অনেকেরই রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া হয়। এর ঠিকমত কারণ বার করতে হবে। এবং যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা হল, রক্তে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) বা হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া। এর ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন—ক্লান্তি, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, কর্মদক্ষতা কমে যাওয়া প্রভৃতি। এছাড়াও মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়, মাথাব্যথা, শরীরে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে। চামড়া ফ্যাকাশে বা হলুদ হয়ে যায়। হাত, পা ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে।

অ্যানিমিয়ার কারণ ও প্রকারভেদ

কারণ অনুযায়ী অ্যানিমিয়া প্রধানতঃ তিন রকমের হয়।

(১) রক্তক্ষয়ের জন্য অ্যানিমিয়া

এই রক্তক্ষয় বেশ কিছুদিন ধরে হতে পারে। বিভিন্ন কারণ থেকে হতে পারে, যেমন— (ক) পেটের সমস্যা থেকে। যেমন—পেপটিক আলসার, অর্শ, ক্যানসার প্রভৃতি থেকে। (খ) ওষুধ থেকে যেমন অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন প্রভৃতি ব্যাথার ওষুধ, যার থেকে আলসার বা গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে। (গ) অতিরিক্ত মেনসচুরেশন থেকে, যেমন ইউরেটাসের টিউমার থাকলে। (ঘ) আঘাত বা অপারেশনের পর।

(২) **কম বা অস্বাভাবিক রক্তকোষ তৈরি হওয়ার ফলস্বরূপ অ্যানিমিয়া** এক্ষেত্রে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) তৈরি হয় না বা যেসব রক্ত তৈরি হয়, সেগুলি ঠিকমতো কাজ করে না। এগুলি হতে পারে বিভিন্ন কারণে, যেমন— **(ক) অস্থিমজ্জা** (Bone marrow) **ও স্টেম সেলের সমস্যা** এর ফলে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত তৈরি হয় না। যদি যথেষ্ট পরিমাণে স্টেম সেল না থাকে বা সেগুলি ঠিকমত কাজ না করে, অথবা অন্য কোষ তাদের জায়গায় চলে আসে, যেমন— ক্যানসার কোষ, সেক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে **অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া** এই অবস্থা দেখা দেয় যখন অস্থিমজ্জাতে যথেষ্ট স্টেম সেল থাকে না বা একেবারেই থাকে না। অনেকসময় এর কোন নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ থাকে। যেমন—কিছু ওষুধ, লিউকোমিয়া, মাল্টিপল মায়েলোমা, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, ইনফেকশন প্রভৃতি।

থ্যালাসেমিয়া এই রোগে জিনঘটিত কারণে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়। এই রোগ অল্পমাত্রায় (Thalassemia Minor) বা বেশিমাত্রায় (Thalassemia Mazor) হতে পারে। এই রোগের প্রকোপ বেশি হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি জায়গায়। একজন বাহকের সঙ্গে আরেকজন বাহকের বিবাহ হলে তবেই এই রোগ প্রকট হতে পারে।

আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া এর কারণগুলো হল---(১) খাদ্যে আয়রনের অভাব। বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং নিরামিশাষীদের ক্ষেত্রে, (২) কিছু ওষুধ বা খাবার থেকে, (৩) ঘনঘন রক্ত দান করলে, (৪) গর্ভাবস্থা বা স্তন্যদানের ফলে, (৫) খাদ্যনালীর সমস্যা।

ভিটামিনের অভাবজনিত অ্যানিমিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ ও ফলিক অ্যাসিড না পেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন—

(ক) খাদ্যজনিত অভাব যদি অল্প মাংস খাওয়া হয় বা মাংসই না খাওয়া হয় তবে যথেষ্ট পরিমাণ বি-১২ পাওয়া যায় না। আবার যদি শাকসবজি না খাওয়া হয় বা বেশি রান্না করে ফেলা হয় তবে ফলিক অ্যাসিডের অভাব ঘটে।

মেগালোব্ল্যাস্টিক অ্যানিমিয়া যখন যথেষ্ট ভিটামিন বি-১২ বা ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যায় না।

পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া যখন শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন বি-১২ শোষিত হয় না অন্ত্র থেকে। ইন্টারসিক ফ্যাক্টর-এর অভাব থেকে হয় এটা।

ভিটামিনের অভাবের অন্যান্য কারণগুলি হল—বিভিন্ন ওষুধ, অন্ত্রের অসুখ, অতিরিক্ত অ্যালকোহলের ব্যবহার।

লেডের বিষক্রিয়া অস্থিমজ্জার জন্য লেড ক্ষতিকারক। এক্ষেত্রে রক্তে (RBC)-র সংখ্যা কমে যায়। এটা হতে পারে যখন বড়রা কাজের সময় লেডের সংস্পর্শে আসে বা ছোটরা লেড মিশ্রিত খাবার ভুলবশতঃ খেয়ে ফেললে।

সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া এক্ষেত্রে (RBC) গুলো কাস্তের মত আকার ধারণ করে এবং তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক (RBC) গুলি ছোটো রক্তনালীর গায়ে আটকে গিয়ে ব্যথা সৃষ্টি করে। জিনের পরিবর্তনের ফলে এই রোগ হয়। আফ্রিকান-আমেরিকানদের এই রোগ বেশি হয়।

কিছু দীর্ঘস্থায়ী অসুখের সঙ্গে থাকা অ্যানিমিয়া যেমন কিডনির অসুখের শেষ অবস্থা, ক্যানসার, হাইপো থাইরয়েডিজম, ইনফেকশন, ডায়াবেটিস, এস এল ই, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস প্রভৃতি।

(৩) আর বি সি ধ্বংস হওয়ার ফলস্বরূপ অ্যানিমিয়া হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। এর কারণগুলি হল----সিকল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, টিটিপি, প্লীহার বৃদ্ধি, ইনট্রিনসিক—কিছু ওষুধ, ইনফেকশন, যেমন—ম্যালেরিয়া, সাপের বিষ, টিউমার, প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ, ভ্যাসকুলার গ্র্যাফটস, সাংঘাতিক উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি।

অ্যানিমিয়ার রোগ নির্ণয়

Complete Blood Count (CBC), Reticulocyte Count, Ferritin, Hemoglobin Electrophoresis, অস্থিমজ্জার পরীক্ষা (Bone Marrow Examination), Stool for Occult Blood প্রভৃতি পরীক্ষা করলে অ্যানিমিয়ার কারণ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও, আরও কিছু পরীক্ষা করতে হতে পারে।

অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা এটা নির্ভর করে, কি ধরনের অ্যানিমিয়া হয়েছে, তার ওপরে। আয়রন বা ভিটামিনের অভাবে অ্যানিমিয়া হলে এগুলি দূরণ করতে হবে। (পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদকীয়

বিভীষিকাময়

রোমের পতন পড়েছি ইতিহাসে। এখন চাক্ষুষ দেখছি কাবুলের পতন। আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন ছিল ১৯৯৬ হতে ২০০১ পর্যন্ত। এরপর আমেরিকা ও নেটো বাহিনী তালিবানদের শায়েস্তা করে আফগান সরকার গঠন করে। গত দু'দশক ধরে আফগান সরকার দেশ গঠন ও দেশ শাসনের কাজে যে পুরোপুরি ব্যর্থ, তা আজ প্রমাণিত। প্রেসিডেন্ট আসরফ গনি ১৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। অবশ্য পালানো ছাড়া বিকল্প আর কোন পথও ছিল না। তালিবানদের কাছে আফগানিস্তানের সমর্পণ সম্পূর্ণতার পথে। সমগ্র বিশ্ব এই ঘটনায় হতচকিত। অস্বাভাবিক দ্রুততায় তালিবানরা আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে। এরা মানবাধিকারের বিরুদ্ধে, বিধ্বংসী সন্ত্রাসবাদী শক্তি। তালিবানরা বিনা বাঁধায় এত দ্রুততার সঙ্গে যে গোটা দেশ দখল করবে, তা কেউই ভাবতেই পারেন নি। আফগান সরকারের ২০ বছরের শাসনকালে দেশের কোন উন্নতিই হয় নি। এই সরকার ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইতিমধ্যেই সমালোচিত হয়েছেন। ব্রিটেন-সহ অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলিও বলতে শুরু করেছে, আমেরিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব সিদ্ধান্তের কারণেই আফগানিস্তানের ভাগ্যে সর্বনাশ নেমে এসেছে। যদিও বিষয়টি শুধুমাত্র আমেরিকার ব্যর্থতা হিসেবে দেখাটা ভুল হবে। এটা আমেরিকার পরাজয়, যেমনটা হয়েছিল ভিয়েতনামের বেলায়। আফগানিস্তানের দিকে তাকালে বোঝা যায় ইসলামি মৌলবাদী রাজনীতির আন্তর্জাতিক চেহারাটা কত কদর্য। আফগানিস্তানের শাসক সমাজ অস্ত্র ও অর্থের প্রলোভনে তালিবানদের দিকেই ঝুঁকে ছিল এবং সেই দুর্বলতাকেই পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে আন্তর্জাতিক ইসলামি মৌলবাদ। সে দেশের নারীরা জানিয়েছেন, যখন বিদেশি শক্তি আফগানিস্তানের সামাজিক মুক্তির পক্ষে কাজ করছিল, তখনও আফগান সমাজের ক্ষমতাশালী কিছু অংশ মৌলবাদীদের সঙ্গে থেকে এই সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেকারণেই তো আসরফ গনিকে পালাতে হল।

আফগানিস্তানের ঘটনায় পড়শি দেশ পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব যৎপরনাস্তি পুলকিত। এটা তাদের কাছে একটা বড় জয়। তালিবানদের এই অভ্যুত্থানের পেছনে তাদের ভূমিকা নিয়ে এখন আর কোন ফিসফাস নেই। তালিবানদের জন্য পাকিস্তান ছিল অভয়ারণ্য। আফগানিস্তানের ভৌগোলিক গঠন বলে দিচ্ছে পাকিস্তান যদি তাদের সাহায্য না করত, তবে সে দেশের জনজাতি-অধ্যুষিত পর্বতময় অঞ্চলে তালিবানিদের এতটা রমরমা হত না। আমেরিকার নেতৃত্বে নেটো বাহিনী দু'দশক ধরে সেখানে তালিবানদের শায়েস্তা করতে পারে নি, তার কারণ তালিবানি যোদ্ধারা সবসময়ই মিত্রশক্তির দেওয়া অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তালিবান শাসিত আফগানিস্তান এখন ভারতের কাছে 'গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া'-র সামিল। মৌলবাদীদের শাসনে পুষ্ট আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারত এখন কী ভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে—তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

গুরুসেবা

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুই জনক, গুরুই মাতা এবং গুরুই দেবতাসদৃশ। এই কারণেই যোগিগণ কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে গুরুর সেবা করিয়া থাকেন। গুরু যদি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলেই সমস্ত শুভফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, সুতরাং সর্ব্বদাই গুরুসেবা করা উচিত। গুরুসেবা ব্যাতীত কখনই কাম্যফল লাভ করা যায় না। পরাৎপর শ্রেষ্ঠ দেবতাসদৃশ গুরুর নিকটে গমনপূর্ব্বক প্রথমে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করতঃ দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাঁহার চরণকমল স্পর্শ করিবে। পরে পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে হইবে। আত্মজ্ঞানযুক্ত জিতেন্দ্রিয় মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি বিশেষ ভক্তিমান, তিনি নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন ঃ অন্য কেহ কোন প্রকারে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না ঃ অতএব সচেষ্ঠ ও ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগসাধন করা উচিত। যিনি বিষয়ে সংসক্ত, যিনি অবিশ্বাসী, যিনি গুরুপূজা-শূন্য, যিনি অবিরত বহুজনের সঙ্গে সহবাস করেন, যিনি অনৃত্যবাক্যে ও মিথ্যা ব্যবহারে নিরত, যিনি নির্দ্দয়বাক্য কহেন অথবা গুরুকে সন্তুষ্ট না করেন, কোনরূপেই তাঁহার যোগসিদ্ধি হয় না। নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইব, এরূপ জ্ঞান থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হয় ঃ সুতরাং বিশ্বাসই প্রথম কারণ। এইরূপ সিদ্ধির দ্বিতীয় কারণ শ্রদ্ধা, তৃতীয় কারণ গুরুপূজা। চতুর্থ লক্ষণ সমভাব (সর্ব্বত্র সমদর্শন), পঞ্চম লক্ষণ জিতেন্দ্রিয়তা, ষষ্ঠ লক্ষণ পরিমিত ভোজন। এই ছয়টি লক্ষণ ব্যতীত যোগসিদ্ধির সপ্তম লক্ষণ আর কিছুই নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস— সৃষ্টিকর্তাকে পেতে হলে ব্যায়াম করুন ও ব্রহ্মচর্য পালন করুন। খেলাধুলা করে জয়ী হবার সংগ্রামে অভ্যস্ত হোন আর পরাজয় বরণ করে নতুন উদ্যমে এগিয়ে আসুন—তা হলেই মন সৃষ্টিকর্তার সন্ধান লাভ করবে।

সুভাষচন্দ্র বসু — মানুষ, টাকাকড়ি, বাহ্যিক আড়ম্বর দিয়ে জয়লাভ বা স্বাধীনতা কেনা যায় না। আমাদের আত্মশক্তি থাকতে হবে, যা সাহসী পদক্ষেপ নিতে উৎসাহ দেবে।

মাসতাযামি

১ সেপ্টেম্বর — বিশ্ব সংহতি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি দিবস
দেশে জীবন বিমা নিগম চালু হল ১৯৪৬

২ সেপ্টেম্বর — গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল ভিয়েতনাম ১৯৪৫
নন্দন ফিল্ম সেন্টার উদ্বোধন হল কলকাতায় ১৯৮৫
হো চি মিনের প্রয়াণ ১৯৫৯

৩ সেপ্টেম্বর — অভিনেতা উত্তমকুমারের জন্ম ১৯২৬

৪ সেপ্টেম্বর — দাদাভাই নরোওজির জন্ম ১৮২৫
কার্টুনিস্ট শঙ্করণ কুট্টির জন্ম ১৯২১
লেখক এস ওয়াজেদ আলির জন্ম ১৮৯০

৫ সেপ্টেম্বর — ব্রাসেলসে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস শুরু ১৯৩৬
শিক্ষক দিবস

৬ সেপ্টেম্বর — ইনসুলিনের আবিষ্কারক জন জেমস ম্যাকলয়েডের জন্ম ১৮৭৬
জেনেভাতে কপি রাইট কনভেনশনে ভারত সহ ৩৫টি দেশের যোগদান ১৯৫২

৭ সেপ্টেম্বর — সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪
ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল পুলিশ অর্গানাইজেশন (INTERPOLE) গঠন ১৯২৩

৮ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস
ডঃ ভূপেন হাজারিকার জন্ম ১৯২৬

৯ সেপ্টেম্বর — মাও সেতুং-এর প্রয়াণ ১৯৭৬
শিল্পী ফিরোজা বেগমের প্রয়াণ ২০১৪

১০ সেপ্টেম্বর — বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস
গোবিন্দ বল্লভ পন্থের জন্ম ১৮৮৭
লেখক সুকুমার রায়ের প্রয়াণ ১৯২৩

১১ সেপ্টেম্বর — ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হল ২০০১
আচার্য্য বিনোবাভাবের জন্ম ১৮৯৫

১২ সেপ্টেম্বর — লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪

১৩ সেপ্টেম্বর — বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের প্রয়াণ ১৯২৯
লেখক মুজতবা আলির জন্ম ১৯০৪

১৪ সেপ্টেম্বর — চন্দ্রপৃষ্ঠের কাছে পৌঁছল সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা-২ ১৯৫৯
ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৮৮

১৫ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস
লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৬

১৬ সেপ্টেম্বর — কবি দীনেশ দাসের জন্ম ১৯১৩
সংগীতশিল্পী এম এস শুভলক্ষীর জন্ম ১৯১৬

১৭ সেপ্টেম্বর — কলকাতায় প্রথম সফরে এলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬৭
শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম ১৯১৫

১৮ সেপ্টেম্বর — হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষায় গান্ধীজির অনশন শুরু ১৯২৪

১৯ সেপ্টেম্বর — শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের জন্ম ১৯১৪
ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে জল চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৬১

২০ সেপ্টেম্বর — সিপাহীদের কাছ থেকে দিল্লি ফের দখল করল ব্রিটিশরাজ ১৮৫৭
অ্যানি ব্যাসান্তের প্রয়াণ ১৯৩৩

২১ সেপ্টেম্বর — পারমাণবিক অস্ত্র অপসারণ চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭৭।

২২ সেপ্টেম্বর — বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের জন্ম ১৭৯১
গুরুনানকের প্রয়াণ ১৫৩৯

২৩ সেপ্টেম্বর — পাবলো নেরুদাকে হত্যা ১৯৭৩

২৪ সেপ্টেম্বর — নিওন আলোর আবিষ্কারক জর্জেস ক্লুদের জন্ম ১৮৭০
দ্বিতীয়বারের জন্য তান্ত্রিক মতে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হল ১৬৭৪

২৫ সেপ্টেম্বর — সামাজিক ন্যায় দিবস।

২৬ সেপ্টেম্বর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০
নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের প্রয়াণ ১৯৭৭
সংগীতশিল্পী হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ১৯৮৯

২৭ সেপ্টেম্বর — ভগৎ সিং-এর জন্ম ১৯১৭

২৮ সেপ্টেম্বর — রানী রাসমণির জন্ম ১৭৯৩
পশ্চিমবঙ্গের ভয়ঙ্কর বন্যা ১৯৭৮

২৯ সেপ্টেম্বর — কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম চালু হল ১৯৬২
ভারত বাংলাদেশের গঙ্গার জল বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭৭
উরিতে আক্রমণের জবাবে পাকিস্তানে ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ২০১৬।

৩০ সেপ্টেম্বর — জাপানে দ্বিতীয়বার পারমাণবিক দুর্ঘটনা ১৯৯৯
লাতুরের ভূমিকম্পে দশ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯৯৩
ইউনাইটেড ন্যাশনসে পাকিস্তানের যোগদান ১৯৪৭
থমাস এডিসনের প্রথম বানিজ্যিক হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট কাজ শুরু করে ১৮৮২
লেখক সতীনাথ ভাদুড়ির জন্ম ১৯০৬

উত্তপ্ত পৃথিবীকে নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে এই গ্রহের প্রাণীরা

বিশেষ প্রতিনিধি-বেশি বেশি করে গরম হচ্ছে পৃথিবী। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট ঃ অনেক দ্রুত হারে পৃথিবীর গরম হয়ে উঠছে। এটা চলতে থাকলে মাত্র কয়েক দশকেই কেবল মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণী জগতের পক্ষেই অশনিসংকেত। পৃথিবী যে আরো আরো বেশি করে গরম হয়ে উঠছে তার হিসাব কী? এর আগে ২০১৮ সালে বলা হয়েছিল পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি বেড়ে যাবে ২০৪০ সাল নাগাদ। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের দি অথরিটেটিভ ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আই পি সি সি-র গত ১০ আগস্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে ওই গড় ১.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে ২০৩০ সাল নাগাদ। এর অর্থ আগের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়লে কী কী ক্ষতি হতে পারে?

সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯০১ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে জলস্তর বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ১.৩ মিলিমিটার। এটা থেকে ২০১৮ তে হয় দ্বিগুণেরও বেশি। অর্থাৎ বছরে ৩.৭ মিলিমিটার। দেখা যাচ্ছে ১৯০১ থেকে ২০১৮-এর মধ্যে সমগ্র সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বা 'গ্লোবাল মিন সি লেভেল'- বেড়েছে ৩.২১ মিটার। এটা ভবিষ্যতে আরো বাড়লে উপকূল অঞ্চলে বিশাল জনপদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ, বনাঞ্চল সহ অনেক কিছুই অস্তিত্ব হারাতে পারে। হয়তো ভবিষ্যতে সুন্দরবন বলে কিছু থাকবে না। ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে ১৯৫০-পর থেকে পৃথিবীর স্থলভাগে আগের তুলনায় অনেক বেশি করে

তাপপ্রবাহ হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে শৈতপ্রবাহ প্রায় একই রকমই আছে। এটা একটু কমলেও কিন্তু বেশি কমেনি। আরও আশঙ্কা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে খরা-বন্যা, অতিগরম-অতি ঠান্ডা ইত্যাদির প্রকোপ অনেক ঘন ঘন ঘটবে।

কেন এরকম উষ্ণায়ন হচ্ছেঃ

এই রিপোর্টের মত অনুসারে এর জন্য দায়ী মানুষ। যেভাবে নিত্য শহর তৈরি হচ্ছে এবং এর ফলে রাস্তাঘাট পাকা ঘরবাড়ি বাড়ছে অতি দ্রুত হারে। সবুজ-এর পরিমাণ কমছে, জলাশয় কমছে। তাই সূর্যরশ্মিকে সয়ে নিতে পারছে না শহরাঞ্চল। তা ফিরে আসছে এবং ভূপৃষ্ঠ গরম হচ্ছে। এছাড়া আছে জীবাশ্ম জ্বালানির আরো আরো বেশি করে ব্যবহার। ফলে গরম আরো বাড়ছে।

তাই কী কী করা যেতে পারে?

খুব সহজে বলা মুশকিল। মানুষের ভূমিকা কী হবে তা ভাবতে হবে। এছাড়া আবহাওয়ার পরিবর্তন কেন হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে।

এই বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ

বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পৃথিবীর বহুদেশেই নিজেদের উদ্দেশ্যেই এই বিষয়ে এগিয়ে আসছে। তাপ কমানোর জন্য উন্নতদেশগুলো চিন সহ অনেক কিছুটা কম উন্নত দেশগুলোর দিকে বেশি বেশি করে আঙ্গুল তুলছে। অন্যদিকে কয়েকটি দেশের বক্তব্য যে সমস্ত দেশ ইতিপূর্বেই উন্নত হয়েছে সেই দেশের মানুষের জীবনের মান বেশ উঁচুতে। তাদের এই উন্নতির পিছনে, অনেক জীবাশ্ম জালানির দহন, নগরায়ন ইত্যাদি সর্বত্র হয়েছে। কিন্তু এখন উন্নয়নশীল দেশ যদি আরো উন্নতি করতে চায় তবে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন। ফলে অনেকেই মনে করেন এই বিষয়টি সর্বসম্মতি ক্রমেই করতে হবে। তাই উন্নতদেশগুলো যদি তাদের সৃষ্ট technology বা জ্ঞানবিজ্ঞানের অংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেয় তবে সকলকে আলাদাভাবে সব কিছুরই উদ্ভাবন করার দরকার হয় না। ফলে উন্নয়নশীল দেশের মানুষেরও জীবন অর্থব্যবস্থার উন্নতি সহজেই কিছুটা বাড়তে পারে। এই ব্যবস্থা অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়ন ব্যবস্থার পরিবর্তে সহযোগিতামূলক উন্নয়ন পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে। সবই নির্ভর করছে কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি ও উদারতার উপর। এর ফলে এক নতুন বিশ্বও তৈরি হতে পারে।

উষ্ণায়ন তো হচ্ছে, তবে মানুষের জন্যই কি?

এই একটি বিষয়ে বিতর্ক থেকে যাচ্ছে। এটা ঠিক উষ্ণায়ন বাড়ছে পৃথিবীতে। কিন্তু এর জন্য মানুষের ভূমিকা কতটুকু তা নিয়ে বড়ই বির্তক আছে। বহু বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদ মনে করেন ঐ উষ্ণায়ন মানুষের জন্য কেবল হচ্ছে না। অর্থাৎ নগরায়ন শিল্পায়ন জীবাশ্ম জ্বালানির দহনই মূলত উষ্ণায়নের পিছনে মূল কারণ নয়। তাদের মনে মূল কারণ হল প্রকৃতি। এখানে মানুষের তেমন কিছু করার নেই। এই মতের পরেও যাঁরা আছেন তাঁরা মনে করেন পৃথিবীতে সূর্যের আলোকরশ্মির সামান্য কমবেশির আগমনের ফলেই উষ্ণায়ন কম বেশি হয়। তাঁরা বিগত কয়েক হাজার বছরের তথ্য ঘেঁটে দেখাতে চান শিল্পযুগের আগেও অর্থাৎ ১৮৫০-এর বহু বছর আগেও বিশ্ব, বিশাল উষ্ণায়নের কারণে পড়েছিল। আবার অনেক সময় খুব শৈত্যের প্রকোপেও পড়েছিল। তাই মানুষের উষ্ণায়নের অশনি সঙ্কেতের মধ্যে এগুলো কী বার্তা দেবে তাই এখন দেখতে হবে।

দুর্নীতি কমাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঠিক পদক্ষেপ

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত কয়েকদিন আগে এক নতুন অনলাইন প্রকল্প চালু করল রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। এই প্রকল্পের ফলে একেবারে অনলাইনে বাড়ির নকশা, ট্রেড লাইসেন্স এবং মিউটেশন বা নামজারি করা যাবে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতির বড় অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এর ফলে দুর্নীতি কমা ছাড়াও রাজস্ব আদায় বাড়বে বলেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে সমগ্র রাজ্যে এক সঙ্গে সমস্ত কর্পোরেশন এবং পুরসভাতেই এই ব্যবস্থা চালু করা যাচ্ছে না। অমিতবাবু জানিয়েছেন আপাততঃ পাঁচটি কর্পোরেশনে এবং ৫৫টি পুরনিগমে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। তবে ৩ মাসের মধ্যেই ১২৩টি পুরসভাতেই এই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে।

কীভাবে এই কাজ হবে?

পুরনিগম বা কর্পোরেশনে অনলাইন আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি তা না হয় তবে পুরনিগমেরই দায়িত্ব সেই বিষয়ের কৈফিয়ত দেওয়া। কত টাকা লাগবে বাড়ির নকশা, ট্রেড লাইসেন্স এবং মিউটেশনের আবেদনে তা কম্পিউটার থেকেই জানা যাবে। তবে বাড়ির নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি একটু আলাদা। এক্ষেত্রে পুর প্রতিনিধিরা পরিদর্শনে গিয়ে দেখে, বুঝে ঐ কাজের জায়গাতেই রির্পোট আপলোড করবেন। এর ফলে স্বচ্ছতা বাড়বে বলেই সরকারের বিশ্বাস।

দুর্নীতির সঙ্গে রাজ্য বা দেশের উন্নয়নের কী সম্পর্ক

অনেকে মনে করেন দুর্নীতির সঙ্গে দেশের বা রাজ্যের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। তারা উল্লেখ করেন ভারতেরই উদাহরণ দিয়ে যেখানে এমন রাজ্য আছে যাতে দুর্নীতি বেশ কম কিন্তু তত বেশি উন্নত রাজ্য নয়। যেমন হিমাচলপ্রদেশ। আবার দুর্নীতি (বেশ আছে কিন্তু রাজ্যের উন্নতিও বেশ হচ্ছে।

দুর্নীতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন এমন সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন দুর্নীতির ফলে দেশের উন্নয়ন ব্যহত হয়। তাঁরা ব্যবসাতে কীভাবে আন্ডার ইনভয়েস বা ওভার-ইনভয়েস বানিয়ে কর ফাঁকি দেওয়া হয় তার অনেক উদাহরণ দিয়ে থাকেন।

ছন্দে ফিরতে পারছে না ভারতীয় অর্থনীতি

দেশের প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সহ অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন। যে দেশের অর্থব্যবস্থার হাল ফিরতে শুরু করেছে। শীঘ্রই তা আরও ভালভাবে বোঝা যাবে। তবে অর্থব্যবস্থার হাল ফেরা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন নেতা মন্ত্রীরা তাও বোঝা সহজ নয়। কারণ প্রাক করোনা পরিস্থিতিতে ফিরে গেলেও তাকে তা দেশের অর্থব্যবস্থার পক্ষে ভাল কিছু বলা যায় না। কারণ করোনার আক্রমণের কয়েক বছর আগের থেকেই জাতীয় আয় বা উৎপাদন ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী ছিল। করোনার ঠিক আগে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ৪% নীচে নেমে গেছিল তার আগের ২০১৮-১৯ এর শেষ ত্রৈমাসিকের তুলনায়। অনেক অর্থনীতিবিদরা হিসাব দিয়েছেন এই অর্থবর্ষ ২০২১-২২ এ যদি প্রাক করোনা উৎপাদন স্তরে পৌঁছতে হয় তবে এই ২০২১-২২ এ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অন্ততঃ ৮.৬ - ৯% হতে পারে। তা না হলে ভারতের জাতীয় আয় প্রাক-করোনার স্তরেও পৌঁছতে পারবে না। তাই ভারত এখন সেই স্তরে যাবার লড়াই করছে।

কয়েকটি পূর্বাভাস উল্লেখযোগ্য

কিছুদিন আগে ক্রেডিট রেটিং সংস্থা 'কিচ'-এর ভারতীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান রেটিং পূর্বাভাস দিয়ে বলেছে এই অর্থবর্ষ (২০২১-২২) এ ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি হতে পারে ৯.৪%। কিছুদিন আগে তাদের পূর্বাভাস ছিল ৯.৬%। অর্থাৎ এবারের থেকে কিছু বেশি। এছাড়া আই এম এফ এর পূর্বাভাস হল ৯.৫% আয় বৃদ্ধি। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর বি আইও অনুরূপ পূর্বাভাস দিয়েছে। অর্থাৎ ভারতের জাতীয় আয় এই অর্থবর্ষের শেষে হয়তো প্রাক-করোনার স্তরে উঠে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন যদি দেশের অর্থব্যবস্থা এরকমই হয় তবে নেতা মন্ত্রীরা এরকম আশার বানী শোনাচ্ছেন কেন? তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কেন দেশের আর্থিক বৃদ্ধি মাথা তুলতে পারছে না।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাধা কোথায়?

সরকারী যুক্তি হল দেশের অর্থব্যবস্থার হাল ফিরছে কারণ অনেক উৎপাদন সংস্থা ভাল আর্থিক ফল পাচ্ছে। তাতে লাভ উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল। দেশের ইনডেক্স অফ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্শান বা (IIP) আইআইস উর্দ্ধগামী, আইএইচ বি মার্কিট এর হিসাবে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি স্পষ্ট, ই-ওয়েবিল এর পরিমাণ বৃদ্ধি। জিএসটি আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়া এবং শেয়ার সূচকের উর্দ্ধগতি এবং বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি, ইত্যাদি দেশের অর্থব্যবস্থার পুনরুদ্ধানেরই সূচক। তাই এখন এগিয়ে যাওয়ারই পালা।

আর্থিক গতি জোড়াল না হওয়ার কারণ হল অনেক। প্রথমতঃ শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি তো বিশেষ হচ্ছেই না। পরন্তু মজুরি আয় প্রাক কোভিড স্তরে যেতেই অনেক সময় লাগবে। তাই মানুষের হাতে আয় আসছে না। দ্বিতীয়ত, এখন চিকিৎসা খাতে ব্যয় অত্যন্ত বেশি হচ্ছে। এটা সরকারেও যেমন হচ্ছে তেমন ব্যক্তি গড় ক্ষেত্রেও হচ্ছে । ফলে আয় থেকে অন্যদিকে খরচ বাড়ছে যা তত উৎপাদনমুখী নয়। তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের সঞ্চয় বেশ কমে গেছে।

চতুর্থ হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রকৃত আয় কমিয়ে দিচ্ছে। সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে এখনও বিশেষ সফলতা পাচ্ছে না। পঞ্চমত হল বেকারত্বের পরিমাণ। এখনও সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা করোনা কমলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বা বিশেষত শহরে বেকারত্বের জ্বালা সবচেয়ে বেশি প্রাককথনে তুলনায় তা কিছুটা কম বলেই উল্লেখ করে (CMIE) সি এম আই ই-এর সম্প্রতি এক রিপোর্টে। প্রথম ঢেউ এরপর বেকারত্ব কিছুটা কমেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউ-এর পরে বেকারত্বের অনুপাত ১০% গেছে। ২০ শে জুন শেষ হওয়া সপ্তাহে শহরে বেক ছিল ১০.৩% । এ রিপোর্টে অনুসারে গত ১৫ আগস্টের পর শেষ হওয়া সপ্তাহে তা ফের বেড়ে হয়েছে ১০.২৩% ।

অতিমারির প্রভাবে মহিলারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি-অতিমারির ফলে ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে নিকেশ চলতেই থাকবে। তা হয়তো বহু বছর ধরে চলতে থাকবে। তবে এই অতিমারিতে মহিলাদের উপর নেমে এসেছে এক বিশেষ অভিশাপ। কীভাবে?

প্রথমত, যদি ধরা যায় শিক্ষার প্রাঙ্গনে কী হল, তবে দেখা যাবে বহুক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি। নিত্যদিন খবর আসছে বহু কিশোর বালক পড়াশোনা না করে শ্রমজীবী হয়ে যাচ্ছে। তবুও সমাজের পরিস্থিতি কারণে বালিকাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সংখ্যা ও প্রবণতা অনেক বেশি। বিভিন্ন গবেষণায় এটা সমর্থনও মিলেছে। গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৬৫% অভিভাবক মেয়েদের আর পড়াতে চাইছেন না এই সময়।

ইউনাইটেড নেশনস অবগানাইজেশনের তথ্য

ভারত সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে প্রথমতঃ কাজের জগতে পুরুষের থেকে মেয়েদের ক্ষতি হয়েছে বেশি। যেখানে কাজের সুযোগ কম সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পুরুষের কাজ থেকে যাওয়ার সংখ্যা বেশি, মহিলাদের তুলনায়। ভারতের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কাজের বাজারে মহিলাদের অংশ গ্রহণ কম। মজার ব্যাপার হল কাজের বাজারে গ্রামীণ মহিলাদের তুলনায় শহরের মহিলাদের অংশ গ্রহণ কম। তাই ভারতে গড়ে মহিলাদের আয়, পুরুষদের তুলনায় এক পঞ্চমাংশ। এটা অবশ্যই অতিমারির আগের হিসাব। কিন্তু অতিমারিতে কাজের বাজারে অংশগ্রহণে মহিলারা আরো পিছিয়ে পড়েছে। আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে ২০২০ সালে ৭ শতাংশ পুরুষ কাজ হারিয়েছেন। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৪৭ শতাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই অবস্থা আরো

খারাপ অর্থাৎ মহিলারা পুরুষের তুলনায় আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আবার নতুন ২০২১ সালে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলাদের কাজ হারানোর সংখ্যা ৮০ শতাংশ।

ভারতে কোনো আয় না করে খেটে যেতে হয়। এক্ষেত্রে মহিলাদের পরিশ্রম পুরুষের তুলনায় ৯.৮ গুণ বেশি বলে গবেষণায় জানা গেছে। গড়ে দৈনিক সাড়ে চার ঘন্টা মহিলারা ব্যয় করেন সংসারের ছেলেমেয়ে, বয়স্ক লোক এবং অসুস্থদের পরিচর্যা করার জন্য। দেখা গেছে অতিমারিতে এর পরিমাণ বেড়েছে ৮০ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি হচ্ছে। এর ফল সুদূরপ্রসারী। ভবিষ্যতে অনেক মহিলাই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। ফলে ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকলেও তাদের কাজের বাজারে আসার ক্ষমতা কমে যাবে।

তৃতীয়ত, পারিবারিক হিংসার শিকার বাড়ছে। গবেষণায় দেখা গেছে ২০২০-এর ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে মহিলাদের উপর হিংসার পরিমাণ বেড়েছে আড়াই গুণ। দেশে ৭০০ সংগঠন জানিয়েছে তারা ৩ লক্ষ নালিশ পেয়েছে যেখানে মহিলারা অত্যাচারিত হয়েছেন এবং তাদের আইনি পরামর্শ দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার মত কাজ করতে হয়েছে।

করোনা প্রতিষেধক পাওয়াতেও মহিলারা বঞ্চিত

গর্ভবতী মহিলা কিম্বা সন্তানকে দুধ খাওয়াতে হয় এমন মহিলাদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল কারণ প্রথমদিকে ধারণা ছিল না এ অবস্থায় মহিলাদের প্রতিষেধক দেওয়া যায় কী না।

কাজ থাকলেও মহিলাদের পরিশ্রম বেড়েছে

এখন কাজ হারানোর কথা থেকে যদি অন্যদিকে যাওয়া যায় তাহলে বহুক্ষেত্রে মহিলাদের পরিশ্রম বেড়েছে। কাজ থাকলেও মহিলাদের অনেকেই নিশ্চিন্ত থাকবেন এই ব্যাপারে যে তাদের সন্তানরা স্কুলে মিড ডে মিল পাবে। কিন্তু অতিমারিতে কাজে যাবার আগে মহিলাদের সন্তানদের খাবার তৈরি করে যেতে হচ্ছে যেহেতু স্কুল-কলেজ খোলা নেই।

অল্পবয়সী মেয়েরা স্কুলে বা কলেজে অনেক নিরাপদ। কিন্তু অতিমারিতে তারা বাড়িতে থাকার জন্য অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কারণ বাড়িতে অভিভাবক না থাকলে ছাত্রীরা কিছুটা হলেও কম নিরাপদ। তাই প্রশাসনের উচিত এই বিষয়গুলির উপর বাড়তি নজর দেওয়া এবং দুষ্কৃতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে ভারতে যখন ১০০০ পুরুষের ভ্যাকসিন নেওয়া হয়েছে, তখন সেখানে মহিলাদের ভ্যাকসিন নেওয়ার সংখ্যাটা হচ্ছে ৮৫৫ জন। অবশ্য ভারতের সব রাজ্যের চিত্রটা এরকম নয়। অনেক রাজ্যে দেখা গেছে মহিলা এবং পুরুষ ভ্যাকসিন প্রাপ্তের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। বলে রাখা ভাল দেশে ভ্যাকসিন শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্ব থেকেই মহিলাদের বিষয়টিকে খোলসা করে জানানো হয়নি। যেমন গর্ভবতী মহিলারা ভ্যাকসিন নিতে পারবেন কী না, এটা নিয়েই অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভ্যাকসিন শুরুর অনেক পরে প্রশাসনের তরফ থেকে বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। এর ফলে ভ্যাকসিন শুরু হওয়ার সময় থেকে পুরুষ এবং মহিলা ভ্যাকসিন প্রাপকের সংখ্যাটার যথেষ্ট তারতম্য দেখা দিয়েছে। ১৬ জানুয়ারি থেকে দেশে ভ্যাকসিন দেওয়ার শুরু হয়। অথচ মহিলারদের ভ্যাকসিন শুরু হয় তারও প্রায় আড়াই মাস পর থেকে। এই সময়ের ব্যবধান থাকার ফলে মহিলাদের সংখ্যাটা পুরুষদের তুলনায় কম হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও মহিলাদের ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রচার হওয়ার কারণে মহিলারা এখন ভ্যাকসিন নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্টই সচেতন ভূমিকা পালন করছেন।

প্রিয় সম্পাদক

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রবাতপ্রতিম শিল্পী ভানু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১০১ বছর হল ২৬ আগস্ট। শহরে শিল্পীর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে খুব বিচ্ছিন্নভাবে। শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি এখনও অনেক মানুষের মনে অনাবিল আনন্দের লহরি তোলে। ৪০ বছরের অভিনয় জীবনে শিল্পী ৩০০ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ২৫টি ছবিতে একাই নায়কের ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেছে। মূলতঃ বাংলা সিনেমাই ছিল তাঁর মূল বিচরণভূমি। তাঁর আসল নাম ছিল সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে ও রেডিওতে অভিনয় করেছেন। জন্ম বাংলাদেশের ঢাকায়। ঢাকার কাজি পাগলা এটি ইনস্টিটিউটে তাঁর পড়াশোনার শুরু। পরে জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৯৫০-এ কলকাতায় আসেন। এখানে আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোল বোর্ডে চাকরি নেন। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি অনুশীলনী সমিতির সদস্য ছিলেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা রয়েছে। পরে আর এস পি-তে যোগ দেন। এখানে চলচ্চিত্রকার সলিল সেনের সঙ্গে থেকে ক্রান্তি শিল্পী সংঘ তৈরি করেন। ঢাকাতেই তাঁর অভিনয়ের কেরিয়ার শুরু হয়। একজন এইরকম প্রতিভাধর শিল্পীর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য সরকারের তরফে বিশেষ ব্যবস্থা নিলে ভালো হয়।

সুমিত ধর, টালিগঞ্জ

শতবর্ষ পেরিয়ে আরও একটা বছরে পড়লেন শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছর ৫০ বছর পূর্তি 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট'-এর। ১৯৭১-এ জয়দীপ পিকচার্সের ব্যানারে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবিটি। পরিচালক ছিলেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। শহরের একটি প্রকাশনা সংস্থা ছবিটির নাম সংকলিত বই প্রকাশ করেছে। বইটিতে জায়গা পেয়েছে ছবিটির চিত্রনাট্য ছাড়াও আরও একটি কমেডি থ্রিলার। ২৬ আগস্ট শিল্পীর চারু এভিনিউয়ের বাড়িতে এই বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। এই প্রজন্মের কাছে এই বইটি একটি অমূল্য সম্পদ। একালের কমেডি নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করছেন, তাদের কাছে এই বইটি অতিরিক্ত পাওনা।

১৯৪৩ সালে কমিকসের প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৯৪৭ সালে 'অভিযোগ' তাঁর প্রথম সিনেমা। ১৯৫২ সালে 'বসু পরিবার' ছবি থেকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরণ শুরু। এরপর ১৯৫৩ সালে 'সাড়ে চুয়াত্তর' বক্স অফিসে ঝড় তোলে। এই ছবিতে তাঁর সেই বিখ্যাত সংলাপ 'মাসিমা মালপোয়া খামু' এখনও একটি আইকনিক সংলাপ। ভ্রান্তিবিলাস, পাশের বাড়ি, ভানু পেল লটারি, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর তো জুড়ি নেই। অন্য দেশে হলে কবেই অস্কার পেয়ে যেতেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাপসী রায়, বর্ধমান

কবিতা

কবি অন্নদাতা

অনির্বাণ কর

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।"
রবিঠাকুর কানে আসতেই সদ্য বুঁজে আসা দু'চোখের পাতা খুলে গেল
বাস তখন লেনিন সরণি ধরে ছুটছে
তার সঙ্গে সমানতালে মধ্য-পঞ্চাশের গান...
আমার বাসযাত্রার জীবনে এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি
গান শেষ হতেই ভদ্রলোক যাত্রীদের কাছে গিয়ে অর্থ-সাহায্য চাইলেন
আমি জানলার ধারে বসে, আগে থেকেই একটা পাঁচ টাকার কয়েন হাতে নিয়ে রেখেছিলাম—
ভাবলাম রবিঠাকুর শুধু প্রজ্ঞা বা বিনোদনই নন,
এই অতিমারীর বাজারে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার পথও বটে।

সে

সন্ধ্যা ধাড়া

একটাই, অলক্ষ্যে ফুটেছিল সে ফুল
অপরূপ, রূপ, লাবণ্য, সুগন্ধ,
সবাই দেখেছে তখন
রঙ ছিল-ভোরে, সমুদ্র থেকে
আধা জাগা সূর্যের মত।
সবাই বলে, লাল
আমি বলি ঠিক লাল নয়।
ফুলের জগতে সুদীর্ঘ জীবন ওর ছিল।
আর আর নেই ঝরে গেছে।

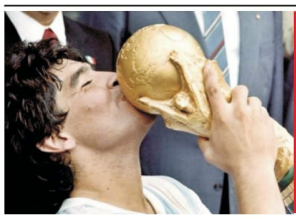

স্টেডিয়াম

প্যারিসে মেসির রাজকীয় অভ্যর্থনা

প্যারিসে পৌঁছে খুশি মেসি

প্যারিস-মেসিকে ঘিরে দু'শহরে চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। মেসিকে হারিয়ে বার্সেলোনায় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে হতাশা, স্টেডিয়াম, ড্রেসিংরুম, রাজপথ সব জায়গা থেকে মেসির কাটআউট, ছবি সরানো হচ্ছে। মুছে ফেলা হচ্ছে তাঁর সব স্মৃতি।

প্যারিসে তখন আনন্দে উত্তাল। সাজানো হচ্ছে আইফেল টাওয়ার। প্যারিস সাঁ জারমাঁ ঝকঝক করছে। মেসির নাম দিয়ে টি শার্ট বিক্রি হচ্ছে প্যারিসে। নেমার এবং এমবাপের সঙ্গে মেসিকে রেখে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন সমর্থকরাও। প্যারিসের রাস্তায় দলে দলে এখন সমর্থকদের ভিড়। মেসি শহরে পা দেওয়া মাত্রই ভিড় আরও বেড়েছে।

বার্সেলোনা ছেড়ে মেসি যে পি এস জি তে যাচ্ছেন তা বোঝা গিয়েছিল। মেসির বাবা ১১ আগস্ট সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে প্যারিসের ক্লাবেই খেলবেন। পি এস জি-র সঙ্গে মেসির চুক্তি দু'বছরের। চুক্তির আর্থিক পরিমাণ হতে পারে বছরে ২৫৭ কোটি টাকার কিছু বেশি। এর সঙ্গে রয়েছে বোনাসের অর্থ। যদিও ক্লাব বা মেসি এব্যাপারে কিছুই জানায় নি। মেসি প্যারিসে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে পি এস জি-র ভক্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। মেসি নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর অনেকেই লিখে দিচ্ছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের থেকেও বড় কোন প্রতিযোগিতা থাকলে সেখানেও এটা দশটা ট্রফি নিয়ে যাবে'।

শৈলীর রূপো

নাইরোবি-অনূধর্ব ২০ বিশ্ব অ্যাথেলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের পদক সংখ্যা বেড়ে চলেছে। লং জাম্পে রূপো পেলেন ভারতের শৈলী সিংহ। মাত্র এক সেন্টিমিটারের জন্য সোনার পদক হাতছাড়া হল শৈলীরা। এছাড়া ১০ কিমি হাঁটায় রূপো পেয়েছেন অমিত ক্ষত্রী। লং

জাম্পের এই বিভাগে সোনা পেয়েছেন সুইডেনের মায়া আসকাগ। তিনি লাফান ৬.৬০ মিটার। শৈলীর জন্ম ঝাঁসিতে। প্রাক্তন অ্যাথলিট অঞ্জু ববি জর্জ ও তাঁর স্বামী রবার্ট রবি জর্জের ছাত্রী শৈলী। এছাড়া মিক্সড রিলেতে ব্রোঞ্জ পেয়েছে ভারত। ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে ভারতের হয়ে এই প্রতিযোগিতা থেকে সোনা পেয়েছিলেন নীরজ চোপড়া ও হিমা দাস।

প্যারালিম্পিক্সে ভারতের জয়

ভাবিনাবেন ও দীপা মালিক

টোকিও-জাতীয় ক্রীড়া দিবসের ২৯ আগস্ট প্যারালিম্পিক্স থেকে দু'টি পদক পেল ভারত। টেবিল টেনিসে রূপো জিতলেন ভাবিনাবেন পটেল এবং হাইজাম্পে রূপো পেলেন নিষাদ কুমার। টেবিল টেনিসে নজির সৃষ্টি করলেন ভাবিনাবেন। এর আগে ২০১৬ সালে শটপাটে রূপো পেয়েছিলেন দীপা মালিক। এই সাফল্যে বিশেষভাবে খুশি দীপা।

নিষাদ কুমার

প্রয়াত হাকিম সাহেব

নিজস্ব প্রতিনিধি-চলে গেলেন প্রবাদ প্রতিম প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সৈয়দ শাহিদ হাকিম। কিংবদন্তি ভারতীয় কোচ

সৈয়দ আবদুল রহিমের ছেলে। প্রাক্তন এই ফুটবলার ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য। কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। ২২ আগস্ট ৮২ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

যন্ত্রণায় রসিদ

ইংল্যান্ড-প্রতিনিয়ত যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে ইংল্যান্ডে দিন কাটাচ্ছেন আফগানিস্তানের তারকা স্পিনার রসিদ খান। এই প্রতিবেদন লেখার সময়ে 'দ্য হান্ড্রেড' ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে রয়েছেন। রয়েছেন মহম্মদ নবিও। দেশে তালিবান শাসন জারি হওয়ার জন্য

পরিবারকে নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন দু'জনেই। পরিবারকে আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যেও যে ওরা খেলছেন, সেটাই অনেক বড় বিষয়। টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের খেলা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

ফের ম্যান ইউয়ে

লন্ডন-প্রায় ১২ বছর পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে প্রত্যাবর্তন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ভারতীয় মুদ্রায় ২৮৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার ফি দিয়ে রোনাল্ডোকে ঘরে ফেরানো হল। স্যার আলেক্স ফার্গুসন ২০০৩ সালে স্পোর্টিং লিসবন থেকে রোনাল্ডোকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এনেছিলেন।

প্রয়াত চিন্ময়

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হল ১৫ আগস্টে। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে ময়দানে ছিল শোকের হাওয়া। সত্তর দশকের শেষের দিকে তিনি ছিলেন দলের অপরিহার্য খেলোয়াড়।

ক্রিকেটে রাজি তালিবানরা

কাবুল-আফগানিস্তানে ক্রিকেটের জট খানিকটা পরিষ্কার হল। তালিবানরা জানিয়েছে, ক্রিকেট দলকে কোনও বাধা দেবে না। ক্রিকেটে হস্তক্ষেপও করবে না তারা। নির্বাচক এবং বোর্ডকর্তারা যেন এই বিষয়টি নিয়ে অহেতুক চিন্তা না করেন। ২২ আগস্ট তালিবান প্রতিনিধিদের সঙ্গে ক্রিকেটে প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। তালিবানদের পক্ষে ছিলেন আনাস হাকামি। ক্রিকেটারদের পক্ষে ছিলেন জাতীয় অধিনায়ক হাসমাতুল্লা শাহিদি। দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা জানিয়েছেন, তালিবানরাও ক্রিকেটকে ভালবাসে। কিন্তু কয়েকদিন আগে বোর্ডের সদর দপ্তরে অস্ত্র নিয়ে চাড়াও হয় তালিবানরা। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ রয়েছে। দল নির্বাচনের ব্যাপারে বোর্ডকে সবুজ সংকেত দিয়েছেন তালিবানরা।

প্রয়াত গার্ড মুলার

জার্মানি-ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির দিনে চলে গেলেন প্রবাদপ্রতিম জার্মানের কিংবদন্তি

ফুটবলার গার্ড মুলার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। অ্যালজাইমার্স রোগে আক্রান্ত ছিলেন মুলার। রেখে গেলেন স্ত্রী উসসি এবং কন্যা নিকোলকে। বায়ার্ন মিউনিখের বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তার মূলে ছিল মুলারের অবদান। বিশ্ব ফুটবলে 'ডের বম্বার' নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে গোলসংখ্যার বিচারে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মুলার। সোনার বুটও পেয়েছেন তিনি। ফ্রানৎজ বেকেনবাউয়ার, রুমেনিগে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।

ফের ম্যান ইউয়ে

লন্ডন-প্রায় বারো বছর পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে প্রত্যাবর্তন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ভারতীয় মুদ্রায় ২৮৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার ফি দিয়ে রোনাল্ডোকে ঘরে ফেরানো হল। স্যার আলেক্স ফার্গুসন ২০০৩ সালে স্পোর্টিং লিসবন থেকে রোনাল্ডোকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এনেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ মাত্র। রেকর্ড অর্থে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিলেও রোনাল্ডো কখনও ভুলে যান নি তাঁর পুরনো ক্লাবকে।

দূত চানু

ইস্ফল-টোকিও অলিম্পিকে ভারতোত্তোলনে রূপো জয়ী মীরাবাঈ চানুকে সম্মান জানালো নেরোকা এফ সি। ২২ আগস্ট ক্লাবের তরফে তাঁকে এই মরসুমের জন্য দলের বিশেষ ফুটবল দূত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুশকিল আসান হল ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি-সমস্ত রকম অনিশ্চয়তা কাটিয়ে এবারের আই এস এল খেলা নিশ্চিত হল ইস্টবেঙ্গলের। নবান্নে ২৫ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সিমেন্টের এবং ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা। বৈঠকের শেষে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'মোহনবাগান আই এস এলে খেলছে। ইস্টবেঙ্গল গত বছর খেলেছে শ্রী সিমেন্টের উদ্যোগে। আদৌ ওরা খেলতে পারবে কি না, তা নিয়ে এবছর অনিশ্চয়তা ছিল এখনও পর্যন্ত। এর ফলে আমিও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ওদের অনুরোধ করেছিলাম। কারণ শেষ মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের খেলা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে কোটি কোটি দর্শক কোথায় যাবেন? আমরা সকলেই চাই মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল খেলুক। আগামী দিনে মহামেডানও যেন খেলে।'

জয়ের মুহূর্তে। মহম্মদ সিরাজের বলে আউট জিমি অ্যান্ডারসন। হুঙ্কার বিরাট কোহলির। লর্ডসে ১৬ আগস্ট। সিরিজে ভারত এগিয়ে ১-০।

হৃদয়ের ডাকে পদক নিলাম মারিয়ার

পোল্যান্ড-এবার টোকিও অলিম্পিক্সে পোল্যান্ডের মারিয়া আন্দ্রেইচেক জ্যাভলিনে রূপো জিতেছেন। তার খবর রেখেছে শুধু দেশের লোকেরা। কিন্তু রাতারাতি এই পোলিশ অ্যাথলিটের কথা জেনে গেল সারা দুনিয়া। পোল্যান্ডের আট মাস বয়সের এক শিশুর হৃদযন্ত্রে জটিল অস্ত্রপ্রচার করতে হবে জেনে মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন মারিয়া। সেই শিশুর চিকিৎসার জন্য লাগবে প্রচুর অর্থ, যা কিছুতেই জোগাড় করতে পারছিলেন না শিশুটির অভিভাবক। হঠাৎ করে মারিয়া তাঁর অলিম্পিক্সের পদকটি নিলামে বিক্রি করে দিলেন। তাঁরই দেশের বিখ্যাত কোম্পানি 'জাক্কা পোলোস্কা' প্রায় এক কোটি টাকা দিয়ে পদকটি কিনে নেয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় ওই কোম্পানি পদকটি কিনে নিলেও শেষ পর্যন্ত তা মারিয়াকেই দিয়ে দেয়। পোল্যান্ডের এই অ্যাথেলিটের ২০১৮ সালে হাড়ে ক্যান্সার ধরা পড়ে। যে শিশুটিকে তিনি সাহায্য করলেন তাঁর নাম মিলোসজেক মালিসা। এই কাজের পরে রাতারাতি মারিয়ার নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচীর কিছু বিশেষ মুহূর্ত

সুনীলনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি প্রাঙ্গনে

নিজস্ব চিত্র ২৭ নং সিটিজেন ফোরামে

নিজস্ব চিত্র শীললেন মহিলা দুর্গোৎসব কমিটিতে

নিজস্ব চিত্র

লেক ইয়ুথ কর্ণারে

নিজস্ব চিত্র

স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন

নিজস্ব চিত্র

বিবেকানন্দ মিলন সংঘে

নিজস্ব চিত্র

সঞ্জীব আচার্য্যের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করলেন উই আর দা কমন পিপল্-এর কর্মকর্তা শুভজিৎ দত্ত গুপ্ত ও অবিনাশ আলমাল

নিজস্ব চিত্র

বালিগঞ্জ নূতন আলোক ক্লাবে

নিজস্ব চিত্র বিবেকানন্দ মিলন সংঘে

নিজস্ব চিত্র বেনিয়াপুকুর রিডিং এন্ড লাইব্রেরিতে

নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) শীলা নন্দী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বনিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৯) জয়দেব দে, ২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২১) সঞ্জয় সাহা, ২২) পার্থ চক্রবর্তী, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) তমা রায়, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) মিতালি পাল, ৩৭) ডালিয়া সিনহা রায়, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) সৌগত সেন, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) দেব পাল, ৪৫) রীতেশ ঘোষ, ৪৬) অমিতাভ সিনহা, ৪৭) মৌমিতা ঘোষ, ৪৮) শুভময় কুণ্ডু, ৪৯) রেশমি নায়েক, ৫০) স্বপন দে, ৫১) চিত্রা শীল, ৫২) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৩) মীনাক্ষী পাল, ৫৪) আশীষ ব্যানার্জি, ৫৫) রেবা রায়, ৫৬) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৭) ইরা দত্ত, ৫৮) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৫৯) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬০) তৃষা বসু, ৬১) গৌতম শীল, ৬২) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৩) শ্যামল মুখার্জি, ৬৪) কমল মাইতি, ৬৫) সুব্রত সাহা, ৬৬) সুব্রত ঘোষ, ৬৭) সোনালি বিশ্বাস, ৬৮) শিল্পী মুখার্জি, ৬৯) জয়ন্ত রায়, ৭০) অভিষেক পাল, ৭১) শ্যামল মণ্ডল, ৭২) মোনালিসা হালদার।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.